তারিখ ৫/৯/৯১
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

৬০

দৈনিক খবর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তল্লাশীর নামে প্রহসন

কুষ্টিয়া ঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর (মতিউর রহমান প্রেরিত)।– সকল দাবী উপেক্ষা করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা দীর্ঘ ৬ দিন ম্যাটস ছাত্রাবাস দখল করে রেখেছে। পুলিশ একবার তল্লাশী অভিযান চালালেও কক্ষগুলো তালাবদ্ধ কারণে পুলিশ ঢুকতে পারেনি।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আয়োজিত সভায় পুলিশ সুপার

২–এর পাতায় দেখুন

12

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, পুলিশ উক্ত হলে তল্লাশী করবে তা পূর্ব থেকে কর্তৃপক্ষ জানতো এবং ঐ সূত্র থেকেই তা ছাত্রদের মধ্যে জানিয়ে দেবার ফলে অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়নি। একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, শিবিরের কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় মিছিল করছে অথচ হল তল্লাশীর সময় অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে ওরা নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিয়েছে। উক্ত সূত্র থেকে আরো বলা হয়, হলের সামনে কর্তব্যরত অবস্থায় তারা সারারাত একটি গাড়ী যাতায়াত করতে দেখেছে। ধারণা করা হচ্ছে ঃ তল্লাশীর পূর্ব রাতে ঐ গাড়ীতে করে অস্ত্রগুলো অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

আজ ৮, ৭ ও ৫ দল স্থানীয় এডভোকেটস ক্লাবে শিবিরের নগ্ন কার্যক্রমের প্রতিবাদে এক সভা বসে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থেকে এ সশস্ত্র কর্মীদের এলাকা থেকে চিরদিনের জন্য বহিষ্কারের দাবী জানানো হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হামিদ ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ছাত্ররা দৃঢ় ভাষায় বলেছেন, অবিলম্বে শিবিরের সশস্ত্র কর্মীদের হল থেকে বহিষ্কারসহ দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করার পরই কেবল বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে পারে।

অপরদিকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আনোয়ার আলী ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আলী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ঘাঁটি করে রেখেছে তেমনিভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও জামায়াত– শিবিরের চক্রটি ঘাঁটি করার চক্রান্তে নেমেছে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ '৭১–এর রাজাকার এডভোকেট সাদ আহম্মদ ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব গোলাম সাকলাইনকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের চক্রান্ত করা হচ্ছে।

অপরদিকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহজাহান আলম সাজু ও সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম খান এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন; প্রশাসন হল তল্লাশীর নামে প্রহসন করেছে।

তারা অবিলম্বে হল থেকে সশস্ত্র শিবির কর্মীদের বহিষ্কার করে অস্ত্র উদ্ধারের দাবী জানান। বিশ্ববিদ্যালয় ...াকায় এখনো চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।